



131788 - অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া জায়যে কনি?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া জায়যে কনি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ। অর্থ না বুঝলেও মুমনি নর-নারীর জন্য কুরআন পড়া জায়যে। তবে অর্থ বুঝার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা ও বুঝার চেষ্টা করা শরিয়তে গ্রাহ্য। যদি ব্যক্তির বুঝার মত যোগ্যতা থাকে তাহলে সে তাফসির গ্রন্থগুলো পড়তে পারে। আরবী ভাষার উপর লিখিত গ্রন্থগুলোতে নজর দিতে পারে। যাত করে সে কুরআন বুঝে উপকৃত হতে পারে। কোন প্রশ্নের উদ্রকে হলে আলমেদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে। মোটকথা, কুরআনকে অনুধাবন করা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলছেন, “এক মুবারক কতিব, এটা আমরা আপনার প্রতি নাযলি করছি, যাত মানুষ এর আয়াতসমূহে তাদাব্বুর করে (গভীরভাবে চিন্তা করে) এবং যাত বোধশক্তসিম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশে গ্রহণ করে।”[সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৯]

মুমনি ব্যক্তি কুরআন তাদাব্বুর করবে। অর্থাৎ গুরুত্ব দিয়ে কুরআন পড়বে এবং কুরআনের অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে। অর্থ বুঝার চেষ্টা করবে। এভাবে কুরআন থেকে উপকৃত হবে। যদি পরিপূর্ণ অর্থ তার বুঝে নাও আসে; কিন্তু অনেকেটুকু সে বুঝতে পারবে। কিন্তু সে বুঝে বুঝে পড়বে। অনুরূপভাবে মুমনি নারীও এটা করবে; যাত করে সে আল্লাহর কালাম থেকে উপকৃত হতে পারে। এবং যাত করে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তবে কিতারা কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করে না (গভীর চিন্তা করে না)? নাকিতাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে?”[সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২৪]

সুতরাং জানা গলে, আমাদের রব্ব আমাদেরকে তাঁর বাণী বুঝে বুঝে, চিন্তাভাবনা করে পড়ার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছেন। তাই মুমনি নর-নারীর জন্য আল্লাহর কতিব চিন্তাভাবনাসহ, বুঝে বুঝে, গুরুত্বসহকারে পড়া শরিয়তে গ্রাহ্য। যাত করে সে আল্লাহর কালাম থেকে উপকৃত হতে পারে, কথাগুলো বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তাফসির গ্রন্থগুলোর সহযোগিতা নবি; যে গ্রন্থগুলো আলমেগণ রচনা করছেন। যমেন- তাফসিরে ইবনে কাছরি, তাফসিরে ইবনে জাররি, তাফসিরে বাগাভী, তাফসিরে শাওকানি ইত্যাদি। এছাড়া আরবী ভাষার উপর লিখিত গ্রন্থগুলোরও সহায়তা নবি। আর কোন প্রশ্নের উদ্রকে হলে ইলম ও মর্যাদায় খ্যাতমিন আলমেদেরকে জিজ্ঞেস করতে।



শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ)